

গণ-শত্রু

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

৪র্থ পর্ব

আগেকার দিনে আলেমগণ ওয়াজ করতেন " কোন মুসলমান নারীর মাথায় যদি কাপড় না থাকে, বুঝতে হবে তার মাথায় শয়তান বসে আছে।" সেদিন আর নেই। এখন যদি কোন মুসলমান নারীর মাথায় কাপড় না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার মাথায় আমেরিকা বসে আছে। বেচারা শয়তান। পনরো শত বছর ধরে প্রতি বছর হজের মোসুমে লাখো-লাখো মুসলমানদের প্রস্থরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত দফতর খোলে বসলো আমেরিকার হোয়াইট হাউসে। এখনো বুঝলোনা আল্লাহর পার্লামেন্টে যে গনতন্ত্রের স্থান নেই। একশো পার্সেন্ট ভোটে ফেরেস্তারা আদম সৃষ্টি না করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সৈরাচারী সংসদে সেই প্রস্তাব পান্ডা-ই পায় নাই। যে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হলো, আজ ও সে চেষ্টা ই করে যাচ্ছে মুসলমানদের দেশে। এত যুগ কঠোর পরিশ্রম করে ও রিটায়ার্ড করবেনা। নিরাকার থেকে সাকার হয়ে দেখা দিল একেবারে স্থায়ী ঠিকানা সহ। কাজটা ভাল করে নাই। আজ মুসলমান তার পেটের অসুখ হলে বুঝতে পারে এটা শয়তান আমেরিকার কারসাজি। সেদিন হয়তো বেশী দূরে নয় মুসলমানগণ কোরআন শরীফের আয়াত উচ্চারণ করার প্রারম্ভ বলবেন ' আয়ুজুবিল্লাহিমাল আমেরিকানির রাজিম'। আল্লাহর কাছে যদি এই দোয়া মনজুর হয়, তা হলে হয়তো একদিন শ্রদ্ধেয় তাবলিগী লেখক আব্দুর রহমান আবিদ সাহেবের বাসনা পূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

"সেদিন বেশী দূরে নয়, বিশ্ব জনমত গড়ে উঠবে মুসলমানের পক্ষে, ইসলামের পক্ষে। আমি অধীর অপেক্ষায় রইলাম সেই সুদিনের।"

আব্দুর রহমান আবিদ, সদালাপ-(ইসলাম এবং পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম)

আবিদ সাহেব, সেই সুদিন যে গোড়াতে ই আপনার জন্য দুর্দিন হয়ে দাঁড়াবে তা কি লক্ষ্য করেছেন? টয়োটা কামরী ৯৬ মডেলের বড় গাড়ীতে ডেলোওয়ার ভ্যালীর পিকনিক শেষে ফেরার পথে শাহ্নাজ রহমত উল্লাহর সুরেলা কণ্ঠে সিডিতে গান শুনা যাবে তো?

"সন্ধ্যায় ফেরার পথে ঝড়ের বেগে ছুটছে সব ক'টি গাড়ি। হাত বাড়িয়ে গাড়ির সিডি অন্ করলাম। শাহ্নাজ রহমত উল্লাহর মিষ্টি, সুরেলা কণ্ঠে ভেসে এলো আমার পছন্দের গান- একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়। খুব পছন্দের সিডি। আমার প্রিয় গান গুলোর প্রায় সব কটি গান ই আছে এই সিডিতে। হাইওয়ে জার্নিতে ঐ গান গুলো আমার সার্বক্ষনিক সঙ্গী"।

ভোলী ফোজের পিকনিক- আব্দুর রহমান আবিদ

এ কেমন কথা সুফি সাহেব? গানের সিডিতে আপনার পবিত্র হাত মোবারক? আপনি না বল্লেন- " সব মাত্র তবলীগ থেকে ফিরছি। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ মিলায়ে মোট চার মাস। হান্ড্রেড এন্ড টুয়েন্টি ডেইজ। সে এক সাক্ষাতিক অভিজ্ঞতা।

ফিরেছি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে। সুফি-সুফি চেহারা। পেয়াক-আষাক ও সে
রকম।"

আব্দুর রহমান আবিদ,-(আরবের মুসলমান)

আপনার খালাম্মাকে বলেছেন 'ইসলাম জানার চেয়ে মানাটাই বেশী জরুরী।
কোন কিছু না জেনে মানার এই হয় পরিণতি। একদিন বিখ্যাত নামী-দামী এক
মৌলানাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম- হুজুর, হজরত আলী ও হজরত আয়েশার
মধ্যকার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট জানতে চাই। হুজুর বাংলায় না বলে উর্দুতে বলেন-
ইসলাম জাননেকা নাম নেহী, মাননেকা নাম হায়। সাহাবীদের সমালোচনা করা
মস্তবড় গোনাহ্। নবীজী তা-ই বলে গেছেন।

আপনি বলেছেন- ফিলিস্তিনী শিশুকে যখন একজন ইসরাইলী সৈন্য কুচে-কুচে
হত্যা করে তখন গাছতলায় বসে যারা বলে জীবেরে হত্যা মহা-পাপ, তারা ও
বলে উঠে "ঠিকই হয়েছে"। কথাটা কি নিজের কানে কোন বুদ্ধের মুখ থেকে
আপনি শুনেছেন? নাকি মুসলমানদের মধ্যে সেন্টিমেন্ট তৈরী করার কৌশল? এ
হলো বৈষম্যবাদে বিশ্বাসীদের অপরের প্রতি তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

একদিকে মিসরের বালী ড্যান্সার মুসলমান মেয়েদেরকে দেখলেন, দেখেছেন
কুয়েতের মুসলমান ইমিগ্রেশন অফিসার, অপরদিকে দেখলেন ভারতের শিখ
ট্যাক্সী ড্রাইভার আর আপনার চাবি হারিয়ে যাওয়া গাড়ির দরজা খুলতে
সাহায্যকারী শেতাঙ্গিনী মহিলা। ওগুলো আমেরিকার মিডিয়া প্রপাগান্ডা নয়,
আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। দুঃখ প্রকাশ করেছেন আরবের
মুসলমানদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের জন্য। ইসলাম পূর্ব অসভ্য, বর্বরতায় ফিরে গেছে
আজকের মুসলমান। জিজ্ঞেস করি ইসলাম পরবর্তী সময়ে ঐ এলাকাটিতে সভ্যতা
কি আদৌ কোনদিন ছিল? সুগোত্র, বিজাতী, স্বজাতীর সাথে সার্বক্ষণিক যুদ্ধে লিপ্ত
জাতীর, সভ্যতার ইতিহাস পেলেন কোথায়? মুসলমান কেন পশ্চাদপদ হলো,
কেন তাদের এ অধঃপতন, তার কোন ব্যাখ্যা না দিলে ও আপনার পরম বন্ধু
আবুসাইদ মাহফুজ বলছেন- "যুগে-যুগে ইসলামের নতুন সংস্করণের প্রয়োজন
অস্বীকার করা যায়না। তাই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে-নিশ্চয় ই আল্লাহ পাক
প্রতি শতবছরে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করবেন, এমন কিছু কিছু লোক প্রেরণ
করবেন, যিনি বা যারা তাঁর দীন-ইসলামকে যুগোপযোগী করে পূর্ণগঠন করবেন।"

আবুসাইদ মাহফুজ। সদালাপ (পুঁজিবাদ, আমেরিকা ও ইসলাম)

হামাজ, আলকাঈদা, হিজবুল্লাহ্, জামাতে ইসলাম, হরকাতুল জিহাদ ওগুলো বুঝি
আল্লাহ্র সৃষ্ট সেই প্রতিষ্ঠান সমূহ? আর প্রেরিত পুরুষগণ বুঝি সাদ্দাম, বিন্-
লাদেন, গোলাম আজম, নিজামী? তা বিগত ১৫শত বৎসরে পুনর্গঠন আর সংস্কার
হলো কতটুকু? ইসলামী চিন্তাবিদ মৌলানা মহীউদ্দিন খাঁন বলেন-'বর্তমান বিশ্বে
প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র একটি ও নেই'।

(মাসিক আমল, ২য় বর্ষ, পৃষ্ঠা ২৬)

সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-বিধান বলে কথিত বই খানি যারা পড়তে
শিখেছে, বুঝতে পেরেছে তারা ই সবে যাচ্ছে দূরে বহু দূরে। পরিবর্তনশীল এই
বিশ্বের বাস্তবতা, বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার শুধু ধর্মে বিশ্বাসীদেরকেই বিপদে
ফেলে নাই, সয়ং ধর্মই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ প্রহর গুণ্ছে।

চলবে-

